০৩-০১-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে সম্পূর্ণ বর্সা নেবার জন্য বিকারের দান অবশ্যই করতে হবে , তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে , মাম্মা , বাবা যখন বলো তখন তার যোগ্য তো হতেই হবে । "

প্রশ্ন :- আস্তিক বাচ্চারা কোন্ কথার কারণে নাস্তিক হয়ে যায় ?

উত্তর :- দেহ - অভিমানের কারণে, যারা বলে যে আমরা সব কিছু জানি । পুরানো চাল - চলন যারা ত্যাগ করে না । জ্ঞানের গুলি লাগার পরও যারা মায়ার গুলি খেতে থাকে । "আমি আত্মা , আমাকে দেহী - অভিমানী হতে হবে" , এই কথা ভোলার কারণে আস্তিক হওয়া বাচ্চারাও নাস্তিক হয়ে যায় । তারা ঈশ্বরের কোল ছেড়ে মৃত্যুর দিকে চলে যায় ।

গীত :- আজ নয় তো কাল এই মেঘ কেটেই যাবে .....

ওম্ শান্তি । ওটাও দুনিয়ার ঘড়ি আর এ হলো অসীমের (বেহদের) ঘড়ি । ওখানেও কোয়ার্টার , হাফ আর ফুল দেখানো হয়েছে , এখানেও এমনই দেখানো হয়েছে । ঘড়িতে চারটি ভাগ আছে । প্রতি ভাগে ১৫ মিনিট করে দেওয়া আছে । এমনই এখানেও তোমরা এক থেকে শুরু করবে । এতে অর্ধেক কল্প হলো দিন আর অর্ধেক কল্প হলো রাত । তোমরা যখন ম্যাপে দেখো - তখন নর্থ পোলে ৬ মাস রাত দেখানো হয় তখন অবশ্যই সাউথ পোলে ৬ মাস দিন হবে । এখানেও অর্ধেক কল্প ব্রহ্মার দিন আর অর্ধেক কল্প ব্রহ্মার রাত । দুনিয়ার মানুষ এই কথা জানে না যে এ হলো নাটকের একটা চক্র , যাকে কল্প বৃক্ষও বলা হয় , এর আয়ুই বা কতখানি । এর নামই হলো কল্প বৃক্ষ , এতো দীর্ঘায়ু বড় গাছ তো কোথাও থাকে না তাই এর তুলনা একমাত্র বট গাছের সঙ্গে করা হয় । এই গাছের গোড়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় , কিন্তু ঝাড় দাঁড়িয়ে থাকে , তাই এই গায়ন আছে যে , এক পা ভেঙ্গে গেলেও বাকি তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে । দুনিয়াতে এই কথা কেউই জানে না যে অর্ধেক কল্প দিন আর অর্ধেক কল্প রাত অথবা অর্ধেক কল্প জ্ঞান আর অর্ধেক কল্প ভক্তি । দুনিয়ার মানুষ কিন্তু অর্ধেক অর্ধেক বলতে পারে না কারণ তারা সত্যযুগকে অনেক সময় দিয়ে দিয়েছে । এর কোনো হিসাবই থাকে না । মানুষ আস্তিক আর নাস্তিক এই অক্ষরের মানেও বোঝে না । সৃষ্টির অর্ধেক কল্প আস্তিক থাকে আর অর্ধেক কল্প নাস্তিক থাকে । এই আস্তিকতার বর্সা বাবার থেকেই পাওয়া যায় । কেউই জানে না যে শিবরাত্রি কখন হয় । সময় তো একটা থাকবেই কারণ বাবা এসেই রাতকে দিন বানান । বাবাকে এসেই ভক্তির ফল দান করে ভক্তি ছাড়াতে হয় । পরমপিতা পরমাত্মাকে তো অবশ্যই আসতে হয় । মানুষ ডাকতে থাকে .....হে পতিত - পাবন এসো । পতিত - পাবন কে এই কথা অনেকে জানে না তাই তাদের নাস্তিক বলা হয় । যারা জানে ,তাদের মধ্যেও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে বাবাকে জানতে পারে । এখানে যারা থাকে তারাও সঠিক ভাবে না জানার কারণে " আশ্চর্যবত্ শুনন্তি ,কথন্তি আর ভাগন্তি " হয়ে যায় । বাবার সর্বপ্রথম নির্দেশই হলো - "পবিত্রতার । " এমন অনেক সেন্টার আছে যেখানে বিকারী মানুষরা অমৃত পান করতে যায় , কিন্তু ধারণা কিছুই করতে পারে না । বিকারও ছাড়তে পারে না । যে অমৃত ছেড়ে বিষ পান করে তাকে ভস্মাসুর বলা হয় । কাম চিতায় বসে তারা ভস্ম হয়ে যায় , দেবতা হতে পারে না । সবার প্রথমে বিকারকে দান

করে দিতে হবে । বিকারের দান করলেই বাবা , মাম্মা বলে ডাকার উপযুক্ত হবে । ক্রোধও কিন্তু কম নয় । ক্রোধে এসে প্রথমে মানুষ গালি দেয় , তারপর মারতেও শুরু করে । আবার একজন আর একজনের খুনও করে দেয় । কাগজে এমন খবর অনেকই ছাপা হয় । বাবার থেকে বর্সা নিতে গেলে যেই বিকারের দ্বারা তোমাদের দুর্গতি হয়েছে তাকে অবশ্যই আগে দান করতে হবে । বাবা বলেন যে , তোমাদের অশরীরী হয়েই যেতে হবে তাই এই দেহ - ভান ত্যাগ করো । কত সময় ধরে তোমরা দেহ - অভিমানী রয়েছো । সত্যযুগে তোমরাই আত্ম - অভিমানী ছিলে । তোমরা জানো যে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । সেখানে কোনো মায়া থাকে না তাই দুঃখের কোনো কথাই থাকে না । আর এখানে কোনো বড় মানুষের অসুখ হলে সেটাও কাগজে ছাপা হয়ে যায় । কতো মানুষ তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে । তোমরা দেখো , এইসময় পোপের কতো সম্মান । কিন্তু এখন প্রায় সকলেই নাস্তিক । গড ফাদারকে না জানলে তাকে তো নাস্তিকই বলা হবে । কোনো বাবার যদি ৫ - ৭টি সন্তান হয় তাহলে বাচ্চারা কি বলবে আমাদের বাবা সর্বব্যাপী । এই ভগবান বাবাও বলেন আমিই হলাম রচয়িতা আর এ হলো আমার রচনা । তাই এই রচনায় রচয়িতা কেমন করে ব্যপক হবেন । এ কত সহজ কথা । তবুও মানুষ বুঝতে পারে না তাই বাবা বোঝান যে প্রথমে নাস্তিক থেকে আস্তিক বানাও যাতে তারা বলতে পারে যে পরমপিতা পরমাত্মাই আমাদের বাবা , তার থেকেই আমাদের বর্সা বা সম্পত্তি নিতে হবে । কন্যাদানেও যে পয়সা দেওয়া হয় তাকেও বর্সা (পণ) বলা হয় । সুখের বর্সা কে দেন আর দুঃখের বর্সা কে দেয় এও মানুষ জানে না । ভারতবাসীরা স্বর্গকেই ভুলে গেছে । তারা নাম নিয়েও বলে যে , অমুকে অমুকে স্বর্গে গেছে কিন্তু তবুও তারা বুঝতেই পারে না । বাবা বলেন এরা সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন । তারা এই গানও করে যে হে পতিত - পাবন এসো, কিন্তু নিজেদের পতিত বলে মনে করে না । বাবা বলেন প্রথমে অল্ফ (ভগবান) এর উপর বোঝাও । পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ । যখন তারা বলবে আমরা জানি না , তখন বলো , বাবাকে তোমরা জানো না ! তোমাদের লৌকিক বাবা তো এই শরীরের রচয়িতা আর পরমপিতা পরমাত্মা তো আত্মাদের বাবা । তাহলে তোমরা কি সেই বাবাকে জানো না ? এ কতো সহজ কথা । কিন্তু এই সহজ কথাও বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে না । না হলে তারাও সার্ভিস করতে লেগে যাবে । পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গেই বা কি সম্বন্ধ ? শিববাবা হলেন পরমপিতা আর এই ব্রহ্মা বাবা হলেন প্রজাপিতা । প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানে থাকবেন তাই না ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম শুনেছো কি ? নিরাকার পরমাত্মা কেমন করে এই সৃষ্টির রচনা করেছিলেন ? প্রজাপিতা হলেন সাকার , তাঁর সন্তান বি . কে-রা তো অবশ্যই থাকবে । বাচ্চারাই বাবার এই বর্সার যোগ্য হবে । কিন্তু খুব ভালো ভালো বাচ্চারা যুক্তি দিয়েও বুঝতে পারে না । নতুন নতুন কথা বাবা বুঝিয়ে বলেন তবুও বাচ্চারা নিজেদের পুরোনো চাল চলনেই চলতে থাকে । নতুন ধারণা ধারণই করে না । তাদের দেহ - অভিমান থেকেই যায় । তারা বলে আমরা সবকিছুই জানি কিন্তু প্রথম কথা (দেহ - অভিমান) না জানার কারণেই বাবার সাথে বিচ্ছেদ আসে । তখন তারা আস্তিক থেকে নাস্তিক হয়ে যায় । ভগবানের কোলে এসে আবার মৃত্যুর দিকে চলে যায় । বাবা , মাম্মা বলেও দেখো তারা কিভাবে মৃত্যুর দিকে যায় । মায়া বা দেহ - অভিমানের গুলি খেলেই তারা মৃত্যু বরণ করে । এ হলো জ্ঞানের গুলি আর ওটা হলো মায়ার গুলি । মায়া এমন গুলি লাগায় যে এখানে আসাও তারা ছেড়ে দেয় । তোমাদের পাণ্ডবদের যুদ্ধ এই মায়ার সঙ্গেই । বাবা বলেন যে আমাকে জ্ঞান সাগর বলা হয় । জ্ঞান সাগর থেকে কি জ্ঞানের গঙ্গা বেরোবে নাকি শুধুই জল ? ভক্তিতে গঙ্গার চিত্রও দেবী হিসাবে দেখানো হয় । তবুও বুদ্ধিতে আসে না ইনি কে ? দেবী - দেবতারা কাউকেই অমৃত পান করাতে

পারে না । সবসময় যজ্ঞ কিন্তু ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচনা করা হয় । যজ্ঞতে তাহলে এই লড়াইয়ের কথা কোথা থেকে আসবে ? সচেতন বাচ্চারাই এই কথা বুঝতে পারে । যারা বুদ্ধু হয় তারাই ভুলে যায় । স্কুলেও নম্বর অনুসারে ভাগ্যের অধিকারী হয় । স্কুলে ১২ মাস বসে থাকলেও যদি পড়ায় মনোযোগ না দেওয়া হয় তাহলে সেই পড়া তৈরী হয় না । বাবা তো আত্মাদেরই পড়ান । লৌকিক শিক্ষক তো মানুষকে পড়িয়ে থাকেন । বাবা বলেন যে , হে আত্মা , তুমি কি শুনছো ? আর কেউই আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারে না । বাবা বলেন, ভাগ্যবান তারারা বুঝতে পারছো ? আমি তোমাদের পড়াই । আত্মাই সবকিছু করে এবং করায় । " করণকরাবনহার "আত্মাও এবং পরমাত্মাও । যেমন কোনো আত্মা অন্য আত্মাকে দিয়ে কিছু করায় তেমনই পরমাত্মা বাবাও আত্মাদের দিয়ে করান । বাবা বলেন আমি তোমাদের আত্মাদের দিয়ে ভালো কাজ করিয়ে থাকি । সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । প্রথমে এই প্রশ্ন করো যে উঁনি হলেন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা , আর ইনি হলেন তোমাদের লৌকিক পিতা । আত্মা এবং শরীর তো আলাদা । শরীরের পিতা হলেন লৌকিক পিতা , আর আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা । উঁনি হলেন বড় বাবা । সমস্ত ভক্তরা ওনাকেই স্মরণ করে । তিনিই হলেন সবার পতিত – পাবন । আজকাল আবার অনেক গুরু আছেন যারা নিজেদের নাম জগত্গুরু রেখে দেন । জগত্আম্বাও অনেক আছেন । এরা সবই হলো মিথ্যা । এই মিথ্যার মধ্যে থেকে সত্যি খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল । এরা সব বড় বড় নাম রেখে বসে আছে । কিন্তু সত্যি তো লুকানো যায় না । বলা হয় – যেখানে সত্য সেখানে আত্মা নাচ করতে থাকে । তাই নাচ করতেই থাকো । নাচ তো খুবই বিখ্যাত । তোমরা আস্তিক হয়ে গেলে সব ধারণা করতে পারবে তখন তোমরা স্বর্গে নাচ করতে পারবে । দেবতারাই নাচ করবে । এই পতিত দুনিয়া হলো নরক । তাই এই নরককে স্বর্গ বা পবিত্র দুনিয়া , এ তো গুরু বা সাধু লোকেরা বানাতে পারবে না । একে বলা হয় কুম্ভী পাক নরক । স্বর্গকে শিবালয় বলা হয় । প্রথমে তো এই কথা লিখিয়ে নাও যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের বাবা ,তিনিই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রাহ্মণদের রচনা করেন । তাহলে আমরা হলাম শিব বাবার পৌত্র অর্থাত্ নাতি । বার্সাও তিনিই দেন । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনি অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ব্রহ্মার দ্বারা দিয়ে থাকেন । প্রথমে তিনি ব্রহ্মাকে তাঁর পরিচয় দেন বা তাঁর সাথে মিলিত হন ,তারপরে তাঁর মুখ বংশাবলীর সাথে মিলিত হন । স্কুলেও যারা পিছনের দিকে থাকে তারাও পড়াশোনা খুব ভালোভাবে করলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে । এখানেও খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে । যারা অন্যকে নিজেদের সমান বানাতে পারে না , নিশ্চই তাদের মধ্যে কিছু কমতি আছে তাই তাদের ধারণাও হয় না । কাম বিকার যদি সামান্যতমও থাকে তাহলেও ধারণা করা মুশকিল হবে । তোমরা লেখো যে এই কামের তুফান খুব বিরক্ত করে । একেবারে বেতাল বানিয়ে দেয় । বাবা বলেন , বাচ্চারা কাম হলো মহাশত্রু , একে যোগবলের দ্বারা জয় করো । আগের কল্পেও তোমরাই এই কামকে জিতেছিলে । তোমরা বাবার কোলে বসে আছো । এরপরে তোমরা রাজকীয় ঘরানায় যাবে । কেবলমাত্র একজন্ম পবিত্র থাকলেই তোমরা উচ্চ পদ পেতে পারবে । পবিত্র না থাকতে পারলে অনেক ক্ষতি হয়ে যায় । মৃত্যু কিন্তু সামনেই উপস্থিত । কতই না দুর্ঘটনা হতে থাকে । রজোপ্রধান থাকা অবস্থায়ও এতো মৃত্যু হয় না । এখন তো অনেক পাম্প । আগে এতো মেশিন ইত্যাদি ছিলো না । আগে লড়াই তো কোনো স্টীমার বা এরোপ্লেন দিয়ে হতো না । এইসব তো এখন বেরিয়েছে । এগুলো তো আগে ছিলো না । প্রথমে সত্যযুগে থাকলে সঙ্গমেও তা থাকা উচিত । যেই সুখ তোমরা আবার স্বর্গেই পাবে । যারা এরোপ্লেন বানাবে তারাও ওখানে থাকবে । অনেকেই প্রজাতে আসবে । এই সংস্কার নিয়ে যাবে এবং সেখানে গিয়ে বানাবে । এখন এগুলো বিনাশের জন্য বানানো হয় পরে তা আবার সুখের কাজে আসবে । ওখানে তো সবকিছুই ঠিকঠাক হবে । মায়ার পাম্পেই এই

বিনাশ হবে । বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে । ব্রাহ্মণদের দ্বারা এই যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে , এতে সম্পূর্ণ পুরোনো দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে । ব্রাহ্মণদের দ্বারাই এই যজ্ঞ রচনা করা হয় আর এর ফলও ব্রাহ্মণরাই পায় । ব্রাহ্মণরাই দেবতা বর্ণ হয়ে থাকে । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ বানিয়ে থাকেন । এই ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা হয় । কতো সোজা কথা , কিন্তু বাচ্চাদের দেখে আশ্চর্য লাগে যে এতো সহজ কথাও কোনো কোনো বাচ্চা ধারণ করতে পারে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সর্বদা সত্যতা বজায় রাখতে হবে । বিকারকে একবার দান করে আবার ভস্মাসুর হওয়া যাবে না । পবিত্রতার নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে ।

২) বিকারের সূক্ষ্ম নেশাকেও যোগবলের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পড়া খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এবং অন্যকে পড়াতে হবে ।

বরদান :- সদ্গুরুর দ্বারা প্রাপ্ত করা মহামন্ত্রের চাবি দিয়েই সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন হও ।

সদ্গুরুর দ্বারা নবজন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহামন্ত্র মিলেছে - " পবিত্র হও - যোগী হও "। এই মহামন্ত্রই হলো সর্ব প্রাপ্তির চাবি । যদি পবিত্রতা না থাকে , যোগী জীবন না থাকে তাহলে অধিকারী হওয়া স্বত্তেও অধিকারের অনুভূতি করতে পারবে না , তাই এই মহামন্ত্রই হলো সর্ব সম্পত্তি অনুভবের চাবিকাঠি । সদ্গুরুর দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের ফলে যে মহামন্ত্রের চাবি পেয়েছো তাকে স্মৃতিতে রেখে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হও ।

স্লোগান :- এই সংগঠনেই তোমরা নিরাপদ , তাই এই সংগঠনের মহত্বকে জেনে মহান হও ।

তপস্বী মূর্ত হও

যেমন ব্রহ্মা বাবার সংস্কারে , প্রতি সংকল্পে এই থাকতো যে বেহদের কল্যাণ কেমন করে হবে ! এমনই বেহদের কল্যাণ ভাবনা রেখে তপস্বী মূর্ত হও । প্রতি সেকেন্ড তোমাদের তপস্যা স্বরূপ , তপস্বী মূর্ত স্বরূপ হোক । নিজের চেহারা এবং চরিত্রে ত্যাগ , তপস্যা আর সেবা সাকার রূপে প্রত্যক্ষ করো ।